যৌতুক না দেয়ায় বেলী খাতুন নামে এক গৃহবধুকে শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২২ অগাস্ট ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাতিয়া গ্রামে বেলী খাতুনকে (২১) তাঁর স্বামী মোঃ আনোয়ার হোসেন, ভাসুর আরিফুল ইসলাম দোলন, মোঃ আসানুল ইসলাম মেনো, শ্বশুর মোঃ নুরুল ইসলাম, বড় জা আঞ্জুয়ারা খাতুন, ছোট জা মোছাঃ সাবিনা খাতুন, মামাতো দেবর মোঃ জোবলু হোসেন এবং চাচা শ্বশুর আব্দুর সাত্তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে হত্যা করে বলে অভিযোগে প্রকাশ। বেলীর বাবা মোঃ ইউসুফ আলী বাদী হয়ে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নং-২১, তারিখ- ২৩/৮/২০১১, ধারা- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১(ক)/৩০ ।

২২ অগাস্ট ২০১১ তারিখে পুলিশ বেলীর মামাতো দেবর মোঃ জোবলু হোসেন এবং চাচা শ্বশুর আব্দুর সাত্তারকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে তারা জামিনে রয়েছে। বেলীর স্বামী আনোয়ার হোসেন এখনও পলাতক এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আদালত থেকে বর্তমানে জামিনে রয়েছে।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নিহতের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- ডাক্তার
- পুলিশ সুপার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা

ছবি- মোছাঃ বেলী খাতুন

মোঃ ইউসুফ আলী (৫০), বেলীর বাবা

মোঃ ইউসুফ আলী অধিকারকে বলেন, গত ২০০৮ সালের ২১ মার্চ বাতিয়া গ্রামের মোঃ নুরুল ইসলাম এর ছেলে আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে তাঁর মেয়ে বেলীর বিয়ে হয়। তিনি জানান, বিয়ের

সময় তিনি আনোয়ারকে নগদ ৬৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। বিয়ের এক মাস পরেই আনোয়ার আরো ২৫ হাজার টাকা দাবি করলে তিনি গরু বিক্রি করে ২৫ হাজার টাকা দেন। এর এক বছর পর গরু কিনবে বলে আনোয়ার আবার ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। তিনি টাকা দিতে রাজি না হলে এরপর থেকেই শুরু হয় বেলীর ওপর নির্যাতন। বেলী গর্ভবতী হলে তিনি তাকে নিজের বাড়িতে এনে রাখেন। বেলীর মেয়ে সন্তান জন্মের দুইমাস পরে আনোয়ারের বাড়ির লোকজন এসে বেলীকে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যায় । এর কয়েক দিন পরই আবার টাকার জন্য চাপ দেয় আনোয়ার। গত ১৯ অগাস্ট ২০১১ তারিখে বেলীকে আনোয়ার অনেক মারধর করে। বেলী তখন নরিনা গ্রামের আনোয়ারের বড় বোন শিরিনের বাড়িতে যেয়ে ওঠে এবং তার মাকে ফোন করে বলে,তোমরা টাকা দাও, না হয় আমাকে নিয়ে যাও। এরপর শিরিন বেলীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার আনোয়ারের বাড়িতে নিয়ে রেখে আসে। পরের দিন ২০ অগাস্ট ২০১১ তারিখে বেলী তার মাকে ফোন করে বলে আনোয়ার তাকে আবারও মারধর করেছে। ২২ অগাস্ট ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১১.৩০ টায় আনোয়ার ফোন করে বলে বেলী খুব অসুস্থ তাড়াতাড়ি আপনারা চলে আসুন। খবর শুনে তিনি আর তাঁর স্ত্রী বাতিয়া গ্রামে আনোয়ারদের বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা দেন এবং দুপুর আনুমানিক ১.০০ টায় সেখানে পৌঁছান। গিয়ে দেখেন বাড়িতে কেউ নেই এবং প্রতিবেশীরা তাঁদের দেখে ছুটে এসে বলে বেলী আগুনে পুড়ে গেছে এবং তাকে শাহজাদপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তখন তাঁরা শাহজাদপুর হাসপাতালে যান কিন্তু সেখানে গিয়ে আনোয়ারের বাড়ি কাউকে দেখতে পান নাই। তখন তিনি আনোয়ারের বড় ভাই আরিফুল ইসলাম দোলনকে ফোন করলে সে বলে বেলীকে বগুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আপনারা বাড়িতে যান। তখন তাঁরা আবার আনোয়ারদের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছে, তখন রেজাউল নামে এক প্রতিবেশী বলেন, হঠাৎ করে চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখি বেলীর শরীরের আগুন এবং সে বলছে ওরা আমার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, আমাকে বাঁচাও। ৩ । তখন সবাই মিলে আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আনুমানিক বিকাল ৫.০০ টায় আনোয়ারের বড় ভাই আরিফুল ইসলাম দোলন ও প্রতিবেশী রাজু আহম্মেদ বেলীর লাশ নিয়ে এসে আনোয়ারদের বাড়ির উঠানের ভেতর শুয়ে রেখে নরিনা ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামকে খবর দেয়। পরে চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম এসে তাকে বিষয়টি মীমাংসার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তিনি মীমাংসায় রাজি না হয়ে থানায় গিয়ে এজাহার দেন। শাহজাদপুর থানার ওসি জসিম উদ্দিন ও এস আই কংকন কুমার বিশ্বাস এসে লাশ মর্গে নিয়ে যায়। পুলিশ আসার খবর পেয়ে আনোয়ার ও আনোয়ারের পরিবারের সবাই পালিয়ে যায়।

২২ অগাস্ট ২০১১ তারিখে আনোয়ারের চাচা আব্দুর সাত্তার ও মামাতো ভাই মোঃ জোবলু হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। পরের দিন ২৩ অগাস্ট ২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপার মোঃ মোশারফ হোসেন এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং আসামীদের গ্রেফতারের আশ্বাস দেন। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি আরিফুল ইসলাম দোলন ইউপি সদস্য হওয়ার কারণে পুলিশ আসামীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে তেমন কোন চেষ্টা করছে না।

মোঃ রেজাউল করিম, প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ রেজাউল করিম অধিকারকে বলেন, ২২ অগাস্ট ২০১১ হঠাৎ আগুন আগুন বলে চিৎকার শুনেন এবং দৌড়ে গিয়ে দেখেন বেলীর শরীরে আগুন আর বেলী বলছে ‟আমাকে মাইরে ফালাইলো, ওরা আমাকে মাইরে ফালাইলোচ। কি হয়েছে তিনি জিজ্ঞাসা করলে তখন আনোয়ারের বড় ভাবী আঞ্জুয়ারা খাতুন বলে বিদ্যুৎ থেকে শক খেয়ে বেলীর শরীরে আগুন ধরেছে এবং অন্য একজন বলে বেলী নিজেই শরীরে কেরাসিন ঢেলে আগুন ধরিয়েছে।

ডাক্তার ইউনুস আলী, ডক্টর ইবনে সিনা ডায়াগষ্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল, শাহজাদপুর

ডাক্তার ইউনুস আলী অধিকারকে বলেন, ২২ অগাস্ট ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় আগুনে পোড়া বেলী নামে এক রুগীকে নিয়ে আসা হয় তার চেম্বারে। তিনি রুগীর অবস্থা অনেক খারাপ দেখেন এবং তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বগুড়া হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। তিনি বলেন, রুগী জ্বালানী পদার্থ দ্বারাই পুড়েছে ।

রাজু আহম্মেদ, আনোয়ারের প্রতিবেশী

রাজু আহম্মেদ অধিকারকে বলেন, তিনি শাহজাদপুর থেকে বাড়ি আসার সময় ইউনুস ডাক্তারের ওখানে শুনেন বাতিয়া গ্রাম থেকে আগুনে পোড়া একজন রুগী এসেছে। তখন তিনি রুগী দেখতে যেয়ে দেখেন তাঁর প্রতিবেশী আনোয়ারের স্ত্রী বেলীর পুরো শরীর আগুনে পুড়ে গেছে। বেলী তখনও বেঁচে ছিল। ডাক্তার ইউনুস তাড়াতাড়ি বগুড়া অথবা এনায়েতপুর নিয়ে যেতে বলেন। তখন তিনি, আনোয়ার ও আরিফুল ইসলাম দোলন বেলীকে নিয়ে মাইক্রোবাসে করে বগুড়া রওনা দেন। মাঝ পথে বেলী মারা যায় এবং তারা আনোয়ারের বাড়িতে লাশ নিয়ে ফিরে আসেন। আনোয়ারা ও দোলন তাকে জানায় বেলী নিজেই শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়েছে।

সাইফুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, নরিনা ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, আরিফুল ইসলাম দোলন নরিনা ইউনিয়নের একজন ইউপি সদস্য। ২২ অগাস্ট ২০১১ দুপুরে আনুমানিক ১.৩০ টায় দোলন মোবাইলে ফোন করে বলে তার ছোট ভাই আনোয়ারের বৌ নিজে শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়ে মারা গেছে এবং তাকে তাড়াতাড়ি দোলনদের বাড়িতে আসতে বলে। তিনি তখন বাতিয়া গ্রামে যান এবং বাদী পক্ষের সঙ্গে তাদের মীমাংসার কথা বলেন বলে অধিকারকে জানান।

এস আই কংকন কুমার বিশ্বাস, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা

এস আই কংকন কুমার বিশ্বাস অধিকারকে জানান, ২২ অগাস্ট ২০১১ বিকাল ৬.০০ টায় বেলীর বাবা মোঃ ইউসুফ আলী থানায় এসে ৮ জন আসামির বিরুদ্ধে একটা এজাহার দাখিল করেন। এজাহার এ উল্লেখ করেন যে, তাঁর মেয়েকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। এরপর এস আই কংকন কুমার বিশ্বাস বাতিয়া গ্রামে গিয়ে দেখেন বেলীর লাশ বাড়ির উঠানে পড়ে রয়েছে। যে ঘরে এ ঘটনা হয়েছে সে ঘরে গিয়ে দেখেন বিদ্যুৎ এর সব লাইন সচল রয়েছে, মেঝেতে কাপড়ের পোড়া টুকরো পরে থাকতে দেখেছেন। তিনি বলেন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলেই সব বোঝা যাবে। তিনি

আরো বলেন, আসামী ধরার জন্য চেষ্টা করছেন এবং দুইজন অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘটনার দিন গ্রেফতার করেছেন।

মোঃ মোশারফ হোসেন, পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ

পুলিশ সুপার মোঃ মোশারফ হোসেন অধিকারকে জানান, ২২ অগাস্ট ২০১১ শাহজাদপুর থানার ওসি জসিম উদ্দিন তাঁকে বিষয়টি অবগত করেন। তিনি ২৩ অগাস্ট ২০১১ তারিখে বাতিয়া গ্রামে যান এবং মামলা সঠিক ভাবে তদন্ত করে আসামীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন।

অধিকারের বক্তব্য

যৌতুকের জন্য নারী নির্যাতন ব্যাপকতা লাভ করছে। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, আনোয়ারের বড় ভাই আরিফুল ইসলাম দোলন ইউপি সদস্য হওয়ার কারণে পুলিশ আসামী ধরার ব্যাপারে কোন তৎপরতা দেখাচ্ছে না। একদিকে থানা-পুলিশের দুর্বল ভূমিকা অন্যদিকে স্থানীয় শক্তিধর ব্যক্তিদের অপরাধীদের প্রতি সমর্থন, এই অপরাধকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। অধিকার এই অবস্থার প্রতিকারে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং আইনকে নির্যাতিতদের পক্ষে ব্যবহারে উদ্যোগী হতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-